সমকাল

তারিখ ... 13 JUL 2016.
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের দায় নিতে হবে পরিচালকদেরও

■ সাব্বির নেওয়াজ

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়লে ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্তদেরও এর দায় নিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এমন নির্দেশনাসহ নতুন ৮টি নির্দেশনা তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাকি নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে– এরই মধ্যে যেসব শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাদের চিহ্নিত করে দেওয়া, চলাফেরায় সন্দেহভাজন শিক্ষার্থীদের পৃথক তালিকা তৈরি করে তাদের ওপর নজরদারি করা, স্থানীয় থানা পুলিশকে জানানো, শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডও নিয়মিত মনিটর করা, প্রয়োজনে ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

অভিভাবকদের সহায়তা নেওয়া, কোনো ঘটনা ধরা পড়লে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি পুলিশের হাতে অভিযুক্তদের তুলে দেওয়া প্রভৃতি। এর আগে রোববার টানা ১০ দিন কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে তা থানা পুলিশ ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জানানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, শিগগিরই আরও নতুন কিছু নির্দেশনা আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেব। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হবে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র, সেখানে জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করবে আর পরিচালনার সঙ্গে যুক্তরা দায় এড়িয়ে যাবেন, তা কোনোভাবেই হতে পারে না। জঙ্গিবাদে যুক্ত শিক্ষকদেরও উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এ কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হলে পরিচালনার সঙ্গে যুক্তদেরও আইনের আওতায় আনা হবে।

জানা গেছে, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নীতিনির্ধারকদের ডেকে শিগগিরই সরকারের কঠোর মনোভাবের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে যুক্ত ছাত্র-শিক্ষকদের চিহ্নিত করে দিতে তাদের ওপর সরকারের পক্ষ থেকে 'চাপ' দেওয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন সমকালকে বলেন, প্রাথমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরই বেশি করে জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততার প্রমাণ মিলেছে। তাই সরকারি-বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এ মতবিনিময় হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রধান অতিথি থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এ কে এম শহীদুল হকসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

জানা গেছে, সভায় সবগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপাচার্য ছাড়াও ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধিরা থাকবেন।

দেশে বর্তমানে অনুমোদিত ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও ৮০টির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে। এগুলোতে প্রায় ২ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছেন।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এরপর ২৩ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এ বৈঠকে প্রধান অতিথি থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলে এ লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সঙ্গেও এক জরুরি বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী।